أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/শ)

www.motaher21.net

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى

আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে;

They ask thee concerning orphans.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২২০

فِي الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوٰنُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে। আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন, ‘তাদের জন্য সুব্যাবস্থা করা উত্তম’ । তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী । আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২২০ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

সাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা আনআমের ১৫২ ও সূরা নিসার ১০ নং আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয় তখন যারা ইয়াতিমের দায়িত্বশীল ছিল তারা ইয়াতীমদের খাবার পানীয় সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেয়। তখন ঐ ইয়াতীমদের রান্না করা খাবার বেঁচে গেলে অন্য সময় তাদেরকেই খেতে হত নয়তো নষ্ট হয়ে যেত। ফলে একদিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হত অন্যদিকে ইয়াতিমের দায়িত্বশীলদের সমস্যা হত। তাই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বিষয়টি তুলে ধরল, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আবূ দাঊদ হা: ২৮৭১, নাসাঈ হা: ৩৬৭১, হাসান, ইবনু কাসীর ১/৫৫৭)

সমাজে ইয়াতীম বলতে সাধারণত তাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে যাদের পিতা-মাতা বা পিতা মারা গেছে, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলেও। মূলত ইয়াতীম বলা হয়- যে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পিতা মারা গেছে। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে আর ইয়াতীম থাকবে না।

ইয়াতীমদের প্রতিপালন একদিকে যেমন গুরুত্বের দাবীদার অন্যদিকে রয়েছে বিশেষ ফযীলত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি ও ইয়াতিমের দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তি জান্নাতে এরকম পাশাপাশি থাকব, এ কথা বলে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল উঁচু করে দেখালেন এবং একটু পার্থক্য করলেন। (সহীহ বুখারী হা: ৫৩০৪)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইয়াদিমের দায়িত্বশীলরা তাদের সম্পদের সাথে ইয়াতীমদের সম্পদ মিশ্রণ করতে লাগল এবং কোন সংকোচ না রেখে আপন গতিতে জীবন-যাপন করতে লাগল।

আল্লাহ তা ‘আলা ইচ্ছা করলে তোমাদের ওপর কঠিন ও সঙ্কীর্ণতা আরোপ করতে পারতেন অর্থাৎ সংমিশ্রণ করার অনুমতি দিতেন না।

ইবনে আব্বাস বলেন, যখন “তোমরা উত্তম পদ্ধতি ব্যতীত ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেও না” [সূরা আল-আনআমঃ ১৫২, আল-ইসরা ৩৪]

নাযিল হল তখন অনেকেই ইয়াতিমদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে ইয়াতিমরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতিমদের সাথে কিভাবে চলতে হবে তা জানিয়ে দেন। " [আবুদাউদ: ২৮৭১]

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ.

‘আর তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; বলো, ‘তাদের উপকার করা উত্তম’ এবং যদি তাদের সাথে তোমরা একত্রে থাকো, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। বস্তুত মহান আল্লাহ্ জানেন কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী এবং মহান আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমাদেরকে কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করতেন।’

অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পিতৃহীনদের সম্পর্কে নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে এর নির্দেশ ছিলোঃ

﴿ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ﴾

‘আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয়ে সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না। (৬নং সূরাহ্ আন ‘আম, আয়াত নং ১৫২) এবং

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾

‘যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে। এই আয়াতগুলো শ্রবণ করে পিতৃহীনদের অভিভাবকগণ ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় হতে নিজেদের আহার্য ও পানীয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেন। তখন ঐ পিতৃহীনদের জন্য রান্নাকৃত খাদ্য বেঁচে গেলে হয়তো তারাই অন্য সময় খেয়ে নিতো, নচেৎ নষ্ট হয়ে যেতো। এর ফলে একদিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হতে থাকে, অপরদিকে তেমনই তাদের অভিভাবকগণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এসে এই সম্বন্ধে আরয করেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সৎ উদ্দেশ্যে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে রাখার অনুমতি দেয়া হয়। আবূ দাঊদ, নাসাঈ , হাকিম ইত্যাদিতে এই বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এর শানে নযুল এটাই বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) , ‘আতা (রহঃ) , আশ শাবী (রহঃ) , ইবনু আবী লাইলা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় পৃথক করা ছাড়া খুঁটিনাটিভাবে তাদের মাল দেখাশোনা করা খুবই কঠিন।’

إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ-এর ভাবার্থ এই পৃথক করণই বটে। কিন্তু وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ বলে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। কেননা তারা তো ধর্মীয় ভাই। তবে নিয়ত সৎ হওয়া উচিত। ইয়াতীমদের ক্ষতি করার যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটাও মহান আল্লাহ্‌র নিকট অজানা নেই। আর যদি ইয়াতীমদের মঙ্গলের ও তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটাও মহান আল্লাহ্ খুব ভালোই জানেন।' মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ﴾

'আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না।'

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, 'মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে জড়িত করতে চাননা।' পিতৃহীনদের আহার্য ও পানীয় পৃথক করণের ফলে তোমরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলে মহান আল্লাহ্ তা দূর করে দিলেন। এখন একই হাঁড়িতে রান্না করা এবং মিলিতভাবে কাজ করা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ্ বৈধ করলেন। এমনকি পিতৃহীনদের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সে নিজের কাজে ইয়াতীমের মাল খরচ করতে পারে। আর যদি কোন ধনী অভিভাবক প্রয়োজনবশত ইয়াতীমের মাল নিজের কাজে লাগায় তাহলে সে পরে তা আদায় করে দিবে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলো সূরাহ্ নিসার' তাফসীরে ইনশা' আল্লাহ্ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইয়াতীমদের সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিশ্রণ করা জায়েয আছে। তবে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ খাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

২. আল্লাহ তা 'আলা ইচ্ছা করেন- এ গুণের প্রমাণ পেলাম।